ত্বকী হত্যা ও বিচারহীনতার ৫ বছর

৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে সন্ত্রাস বিরোধী ত্বকী মঞ্চ আয়োজিত আলোচনা সভার সূচনা বক্তব্য এখানে প্রকাশ করা হলো। এখানে ত্বকী হত্যা সম্পর্কে প্রধান তথ্যগুলো আবারও সবাইকে জানানো হয়েছে। রফিউর রাব্বীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই বক্তব্য উপস্থাপন করেন **হালিম আজাদ** ।

৬ মার্চ ২০১৩ বিকেলে পাঠাগারে যাওয়ার পথে নারায়ণগঞ্জের বঙ্গবন্ধু সড়ক থেকে মেধাবী কিশোর তানভীর মুহাম্মদ ত্বকীকে অপহরণ করা হয়। ওই রাতেই ত্বকীর বাবা রফিউর রাব্বী নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানায় বিষয়টি উল্লেখ করে সাধারণ ডায়েরি করেন এবং র‍্যাব-১১ এর কার্যালয়ে চিঠি দেন। এর দুই দিন পর ৮ মার্চ সকালে শীতলক্ষ্যা নদীর খালের পার থেকে পুলিশ ত্বকীর লাশ উদ্ধার করে। ৮ মার্চ রাতেই ত্বকীর বাবা বাদী হয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানায় দণ্ডবিধি ৩০২/৩৪ ধারায় আসামি অজ্ঞাত উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন এবং ১৮ মার্চ জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ত্বকী হত্যার জন্য তিনি শামীম ওসমান, তাঁর ছেলে অয়ন ওসমানসহ আটজনের নাম উলেখ করে একটি অবগতিপত্র দেন। তদন্তে মামলাটির আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় ২৮ মে ২০১৩ উচ্চ আদালতের নির্দেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ত্বকী হত্যা মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করে।

সে বছর ২৯ জুলাই ইউসুফ হোসেন লিটন নামের এক ঘাতক আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। জবানবন্দিতে সে ত্বকীকে কখন, কিভাবে, কোথায়, কারা এবং কেন হত্যা করেছে তার বিশদ বর্ণনা দেয়। তার বর্ণনা অনুযায়ী অপহরণের রাতেই তারা ত্বকীকে প্রথমে গজারির লাঠি দিয়ে পিটিয়ে অজ্ঞান করে এবং পরে কালাম সিকদার নামের এক ঘাতক তার বুকের ওপর উঠে গলা চেপে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে। রাত ১১টার মধ্যেই তারা ত্বকীকে হত্যা করে এবং পরে লাশ শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে দেয়। ঘাতকের এই জবানবন্দির কিছুদিন পর ৭ আগস্ট র‍্যাব সে সময়ের সংসদ সদস্য নাসিম ওসমানের ছেলে আজমেরী ওসমানের উইনার ফ্যাশন খ্যাত টর্চার সেলে অভিযান পরিচালনা করে। সেখানে তারা দেয়ালে ও আসবাবপত্রে গুলির চিহ্ন দেখতে পায় এবং সেখান থেকে রক্তমাখা প্যান্ট, দড়ি, রক্তমাখা গজারির লাঠি, ইয়াবা সেবনের সরঞ্জাম, পিস্তলের অংশসহ বিভিন্ন বস্তু আলামত হিসেবে সংগ্রহ করে।

সে বছর ১২ নভেম্বর সুলতান শওকত ভ্রমর নামে অপর এক ঘাতক আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। জবানবন্দিতে সেও ত্বকীকে হত্যার বিশদ বিবরণ দেয়। সে তার বিবরণে উল্লেখ করে, আজমেরী ওসমানের নির্দেশে তার টর্চার সেলে তারই উপস্থিতিতে ত্বকীকে রাত ১২টার আগেই তারা হত্যা করেছে। পরে আজমেরীর গাড়িতে করেই তারা ত্বকীর লাশ শীতলক্ষ্যা নদীর পারে নিয়ে যায় এবং লাশ নৌকায় করে নিয়ে নদীতে ফেলে দেয়।

ত্বকী হত্যার এক বছরের মাথায় ৫ মার্চ ২০১৪ র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক র‍্যাবের প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমকে ত্বকী হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনের দাবি জানান। তাঁরা উল্লেখ করেন, আজমেরী ওসমানের নেতৃত্বে ১১ জন ত্বকীকে হত্যা করেছে। হত্যার কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেন, ত্বকীর বাবা রফিউর রাব্বী ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে সেলিনা হায়াত আইভীর পক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ, এর কিছুদিন পূর্বে গণপরিবহনে শামীম ওসমান ও তার অনুগত লোকদের ব্যাপক চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে তার আন্দোলনে এবং চিহ্নিত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভূমি দখলের প্রতিবাদে জনগণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে তারা ত্বকীকে হত্যা করে। তখন র‍্যাব উপস্থিত সাংবাদিকদের একটি অভিযোগপত্রও সরবরাহ করে। এবং অচিরেই তা আদালতে পেশ করা হবে বলে জানায়।

৩০ এপ্রিল ২০১৪ সংসদ সদস্য নাসিম ওসমান মৃত্যুবরণ করলে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ওসমান পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতির কথা জানান এবং এর পর থেকেই কার্যত ত্বকী হত্যার তদন্ত কার্যক্রম থেমে যায়।

ইতিমধ্যে ত্বকী হত্যার এক বছর পরে সংগঠিত নারায়ণগঞ্জের সাত খুন মামলার কার্যক্রম নিম্ন ও উচ্চ আদালতে সম্পন্ন হয়েছে। রাজন রাকিব হত্যাসহ কিছু মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হয়েছে, অথচ ত্বকী হত্যার অভিযোগপত্রটি পর্যন্ত আদালতে পেশ করা হয়নি। যার ফলে আদালতে ত্বকী হত্যায় ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়া ঘাতক সুলতান শওকত ভ্রমর, ঘাতক ইউসুফ হোসেন লিটনসহ সকলেই উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে কেউ বিদেশে পালিয়ে গেছে, কেউ বা দেশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন একদিকে ঘাতক আজমেরী ওসমান প্রশাসনের সামনেই বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুরো শহর তার ছবি সংবলিত বিলবোর্ডে ছেয়ে আছে; অন্যদিকে শামীম ওসমান ত্বকী হত্যার বিচারপ্রার্থীদের নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়ে তাদেরকে হামলা করে, মামলা দিয়ে নির্যাতনের বিভিন্ন পথ অব্যাহত রেখেছে। বহু সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী বিভিন্ন সময় তার হামলার শিকার হয়েছে, রক্তাক্ত হয়েছে, রবীন্দ্রজয়ন্তীসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তারা হামলা চালিয়েছে। শামীম ওসমান ত্বকীর বাবা রফিউর রাব্বীর বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ এনে হেফাজতে ইসলামকে দিয়ে মামলা করিয়েছে, তাদের নিয়ন্ত্রিত মসজিদে মসজিদে মিথ্যা খুতবা দিয়ে জনতাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে, হেফাজতকে দিয়ে মিছিল করিয়েছে আবার সে মামলায় যাতে আদালতে যেতে না পারেন তার জন্য হেফাজত ও তার অনুগত ছাত্রলীগ-যুবলীগ পরিচয়ধারী ক্যাডারদের দিয়ে আদালত প্রাঙ্গণে লাশ চাই, কল্লা চাই বলে মহড়া দিয়েছে। হেফাজতকে নিয়ে সমাবেশ করে কতল করারও হুমকি দিয়েছে।

আজকে রাষ্ট্রে সংঘটিত ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে বিচারিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির নগ্ন বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাষ্ট্রে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার কারণে আমরা মনে করতে বাধ্য হচ্ছি যে সরকার তার রাজনৈতিক প্রয়োজনে কোন কোন বিচার সম্পন্ন করে থাকে এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনেই কোন কোন অপরাধের বিচারকাজ বন্ধ করে রাখে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে রাষ্ট্রের শক্তিশালী একটি স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থার ওপর থেকে মানুষের আস্থা ও ভরসার জায়গাটি ধ্বংস হয়ে যাবে। বিচারব্যবস্থা ও সুশাসন ধ্বংস হয়ে গেলে রাষ্ট্রের আর গণতান্তিক চরিত্র থাকে না, রাষ্ট্র দেউলিয়া হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে আমরা দেউলিয়া দেখতে চাই না। আর চাই না বলেই আর বিলম্ব না করে ত্বকী হত্যার ঘাতকদের এবং হত্যার নির্দেশদাতাদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে এবং আদালতে অভিযোগপত্র প্রদান করে বিচার সম্পন্ন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।